‘আওয়ামী লীগ আমাকে ছেড়ে দিলে ঘরে বসে আমি আমার দর্শন প্রচার করবো’

মোহাম্মদ হানিফ। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেতা। বঙ্গবন্ধুর এপিএস থেকে মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি। ঢাকার মেয়র হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। বঙ্গবন্ধু পরিবারের একান্ত আপনজন হিসেবে পরিচিত। আওয়ামী লীগের উত্থান-পতনে লতার মতো জড়িয়ে আছেন। দল থেকে পেয়েছেন অনেক কিছু। দেবার পাল্লাও কম নয়। জীবন সায়াহ্নে দলের মূলনীতি পরিবর্তনের দাবি করে এবং নিজেকে মৌলবাদী হিসেবে চিহ্নিত করে রাজনৈতিক অঙ্গনে ঝড় তুলেছেন। এর নেপথ্য কারণ খুঁজতে সাক্ষাৎকার... নিয়েছেন খোন্দকার তাজউদ্দিন

সাপ্তাহিক ২০০০ : বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জাতীয় চার মূলনীতির অন্যতম হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা। হঠাৎ আপনি এর পরিবর্তন হওয়া দরকার মনে করলেন কেন?

মোহাম্মদ হানিফ : সময়ের প্রয়োজনে অনেক সিদ্ধান্ত নিতে হয়। বাংলাদেশের ৮৫% মানুষ মুসলমান। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এ দেশের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল। অথচ নির্বাচনের সময় আওয়ামী লীগের প্রতিপক্ষরা ধর্মনিরপেক্ষতাকে বিকৃতভাবে জনগণের কাছে তুলে ধরে বোঝায় যে আওয়ামী লীগ ধর্মনিরপেক্ষতা রেখে মুসলমানিত্ব হারিয়ে ফেলেছে। ফলে আমাদের বিরূপ পরিবেশের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। প্রতিপক্ষ যাতে এ ধরনের ধারণা সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়াতে না পারে সে জন্যই আমি বলেছি, ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ বাদ দিয়ে ‘ধর্মে-কর্মে স্বাধীনতা’ বিষয়টি সংযোজন করা দরকার। আর যে কোনো রাজনৈতিক দলের মূলনীতি সময় ও পরিবেশের প্রেক্ষিতে পরিবর্তন হতে পারে। একমাত্র কোরআনের আয়াতই পরিবর্তন হয় না।

২০০০ : তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন, দেশে এমন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে যে ধর্মনিরপেক্ষতা পরিবর্তন করতে হবে?

হানিফ : এ দেশের অধিকাংশ মানুষ মুসলমান। তাদের ভোট পেতে হলে এবং আওয়ামী-বিরোধী শিবিরকে মোকাবেলা করতে হলে এই পরিবর্তন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি।

২০০০ : আপনারা এ দর্শন দলের নীতিনির্ধারণী সভায় তুলতে পারতেন?

হানিফ : দলের সর্বোচ্চ ফোরামেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে বলে মনে করি।

২০০০ : মিডিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ এবং পার্টিতে আপনাকে ঘিরে আলোচনা হোক- এ রকম কোনো ভাবনা থেকে কি আপনি এ রকম সংবেদনশীল বক্তব্য রেখেছেন?

হানিফ : না, সে ধরনের কোনো ইচ্ছা আমার অতীতে ছিল না, এখনো নাই।

২০০০ : আপনার মন্তব্য আওয়ামী লীগকে নতুন সংকটে ফেলেছে।

হানিফ : আমার জানামতে, আমার এ দর্শন আওয়ামী লীগকে কোনো সংকটে ফেলে নাই। আর আমার সভানেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বিদেশ সফরের প্রাক্কালে বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, আমি যা বলেছি তা আমাদের দলীয় গঠনতন্ত্রে রয়েছে। কাজেই আমার বক্তব্য ঘিরে কোনো সংকট সৃষ্টি হয় নাই। এ বক্তব্য কোনো বিতর্কের জন্ম দেয় নাই।

২০০০ : সারা জীবন মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে কথা বলে হঠাৎ নিজেকে সাচ্চা মৌলবাদী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছেন। যেখানে জামায়াত বা অন্যান্য ইসলামী দলের ইসলামী চিন্তাবিদরা নিজেদের মৌলবাদী হিসেবে দাবি করে না, সেখানে আপনি নিজেকে মৌলবাদী বলে পরিচয় দিতে চাচ্ছেন কেন?

হানিফ : জামায়াত মুসলমানদের প্রকৃত বন্ধু নয়। এরা ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। আর আমি কীভাবে নিজেকে মৌলবাদী দাবি করলাম তা আপনাকে বুঝতে হবে। আমাদের ধর্মের মূল হলো কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ ও যাকাত। একজন মুসলিম হিসেবে আমি যদি এগুলো পালন করি এবং তার জন্য যদি কেউ আমাকে মৌলবাদী বলে তাহলে নিজেকে অপরাধী মনে করি না। মৌলবাদী সংজ্ঞাটাকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা না করে সরলভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত। ইসলাম ধর্মের মূল বিষয় ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ’। এটাকে বিশ্বাস করার জন্য আমাকে মৌলবাদী বলা হলে আমি এর সপক্ষে রয়েছি। আর আমি মৌলবাদী বলতে ধর্মীয় গোঁড়ামি, অন্ধত্বকে বোঝাতে চাইনি। আমার প্রথম পরিচয় আমি মুসলমান, তার পরে বাঙালি। আমি আমার ধর্ম ও কর্মের মধ্য দিয়ে বাঙালি হিসেবে পরিচিত হতে চাই। আমি ধর্মের মূল শিক্ষাটা পালন করতে চাই। আর তাতে যদি মৌলবাদী হয়ে যাই, তবে তাই ঠিক। ধর্ম ও রাজনীতি একই অর্থে আসে। কোরআন-সুন্নাহার আলোকে দেখতে হবে। ধর্ম ও রাজনীতি আলাদা কোনো বিষয় নয়, এ বোধটুকু বেশ কয়েক বছর ধরে আমার মধ্যে কাজ করছে। এতদিন বলিনি। এখনো সময় এসেছে, তাই বলছি।

ধর্মনিরপেক্ষ হলে ধর্মে বিশ্বাসী হবেন কীভাবে? তাই ধর্মের স্বাধীনতা থাকতে হবে। আমি মুসলিম সম্প্রদায়ের লোক, এটা অস্বীকার করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ধর্ম পালনের মধ্য দিয়েই তা প্রমাণ করতে হবে। তবে আমি

ধর্মের নামে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরোধিতা করি। মৌলবাদীদের নামে মানুষ হত্যা করা, বোমা মারা, রগ কাটা- এগুলোর বিরোধিতা করি। আপনার মনে রাখতে হবে, 'দেয়ার ইজ নো ইজম ইন ইসলাম, ইসলাম ইট সেলফ ইজ দি সলিউশন অব অল ইজম।' আমি এটা বিশ্বাস করি।

২০০০ : তাহলে কি আমরা বলব, আপনার এবং আপনার দলের এতো দিনের রাজনীতি ভুল ছিল?

হানিফ : আমার এবং আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে কোনো ভুল ছিল না। আমি আমার দর্শন বা মতবাদ প্রকাশ করেছি। সিদ্ধান্ত নেবে দল।

২০০০ : আপনার কি মনে হয়, আওয়ামী লীগ আপনার দর্শন গ্রহণ করবে?

হানিফ : সেটা আওয়ামী লীগের ব্যাপার। আমি আমার কাজ করে যাব। 'আওয়ামী লীগ আমাকে ছেড়ে দিলে ঘরে বসে আমি আমার দর্শন প্রচার করবো।'

২০০০ : ধর্মনিরপেক্ষতা ত্যাগ করলে তো আওয়ামী লীগ সাম্প্রদায়িক দলে পরিণত হবে।

হানিফ : আওয়ামী লীগ সাম্প্রদায়িক দলে পরিণত হবে এটা ঠিক নয়।

২০০০ : আপনার চিন্তাধারা দেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, কবি, সাহিত্যিকরা ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখছেন। তারা আপনার সমালোচনা করছেন।

হানিফ : ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাঙালি পরিচয় নিয়ে আমার বক্তব্যের বিপরীতে শাহরিয়ার কবির এবং জাতীয় অধ্যাপক কবির চৌধুরী যা বলেছেন তা নিয়ে আমার কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তাধারা রয়েছে। আমি আমার কথা বলেছি, ওনারা তাদের কথা বলেছেন। আমি তাদের প্রতিউত্তরে কিছুই বলতে চাই না। তাদের দর্শনের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে।

২০০০ : বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময় সারা দেশে জঙ্গি তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আপনার কি মনে হয় না এ সময়ে আওয়ামী লীগ যদি ধর্মনিরপেক্ষতা থেকে সরে আসে সে ক্ষেত্রে দেশে আরো জঙ্গি তৎপরতা বৃদ্ধি পেতে পারে?

হানিফ : বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময় জঙ্গি তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে এ কথা সত্য। তবে আওয়ামী লীগ জঙ্গি তৎপরতায় বিশ্বাস করে না এবং অস্ত্রের রাজনীতি করে না। আওয়ামী লীগ ধর্মীয় লেজুড়বৃত্তির রাজনীতি করে না। আর ধর্মনিরপেক্ষতা থেকে সরে এলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। আমি মনে করি না, এই সরে আসা জঙ্গিদের সহযোগিতা করবে।

২০০০ : দেশ এখন এমনিতেই জঙ্গি রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। অথচ আপনি দেশের সাম্প্রদায়িক শক্তি ও জঙ্গিদের সঙ্গে সংলাপের প্রয়োজন অনুভব করলেন কেন?

হানিফ : ধর্মীয় জঙ্গিগোষ্ঠীরা যে শক্তি প্রদর্শন করেছে তাকে খাটো করে দেখা ঠিক হবে না। দেশের ৬৩টি জেলায় ৫০০ বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। তারা এই শক্তি এক দিনে হঠাৎ করে অর্জন করেনি। তাদের এই শক্তি অর্জন করতে দীর্ঘ সময় লেগেছে। তারা দীর্ঘ প্রশিক্ষণ নিয়েছে। এর পেছনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। প্রচলিত রাজনীতির ধারায় এ ঘটনা ঘটানো সম্ভব নয়। এর পরে আরো বড় ধরনের ঘটনা ঘটাতে পারে। এ আশঙ্কায় পুরো জাতি একটি আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে। এভাবে আতঙ্কের মধ্যে বসবাস করা যায় না। নিরাপত্তাহীনতায় রাষ্ট্র চলতে পারে না। তাই বর্তমান সরকারের উচিত এই জঙ্গিদের সঙ্গে সংলাপে বসে আলোচনা করে সমস্যার সমাধান করা। সমস্যা থাকলে আলোচনা করলে তার সমাধান হয়। আর জোর করে, প্রভাব খাটিয়ে, জেল-জুলুম-অত্যাচার করে সমস্যার সমাধান করা যায় না। আমাদের সময়ে আলোচনার মাধ্যমে দীর্ঘদিনের পার্বত্য সমস্যার সমাধান করেছিলাম। সে দিন জননেত্রী শেখ হাসিনা দূরদৃষ্টিতার পরিচয় দিয়ে পার্বত্য রক্তপাত বন্ধ করে শান্তির সুবাতাস বইয়ে দিয়েছিলেন। বর্তমান সরকার প্রধানের যদি সে ধরনের কোনো ইচ্ছা থাকে তাহলে তারাও সংলাপের মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করতে পারে।

২০০০ : জঙ্গিদের সঙ্গে সংলাপে বসলে সরকারের দুর্বলতা প্রকাশ পায় এবং জঙ্গিদের বড় ধরনের শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয় না?

হানিফ : সরকারের দুর্বলতা ও জঙ্গিদের শক্তি প্রদর্শনের কোনটা আর বাকি আছে নাকি?

২০০০ : আপনি আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকার তিনটি আসন থেকে প্রার্থী হওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। সে ক্ষেত্রে দলীয় সভানেত্রী 'হ্যাঁ' বা 'না' কোনোটাই বলেননি। এই ক্ষোভ থেকেই কি ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে কথা বলেছেন?

হানিফ : আমি তিনটি আসনে মনোনয়ন চেয়েছি বিষয়টি সত্য। নেত্রী যেমন হ্যাঁ বলেননি, তেমনি না- ও করেননি। কাজেই ক্ষোভ প্রকাশের প্রশ্নই আসে না।

২০০০ : ২০০১-এর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় আপনি ঢাকার মেয়র ছিলেন। ঐ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ঢাকায় একটি আসনও পায়নি। আপনার নিজ নির্বাচনী এলাকা থেকে আপনার ছেলে পরাজিত হয়েছিল। মেয়র থাকাকালীন পরাজিত হয়েছেন, এখন কীভাবে বিজয়ী হবেন?

হানিফ : আপনি তো ক্যাসেটের একপিঠ বাজিয়ে শোনালেন। এর বাইরে তো অন্য গান রয়েছে। আমি মেয়র থাকাকালীন জনতার মঞ্চ হয়েছে। '৯৬-এর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আওয়ামী লীগ ৭টি আসন পেয়েছিল। ২০০১-এর নির্বাচনে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার নির্লজ্জ কারচুপির মাধ্যমে আমাদের বিজয় হাইজ্যাক করেছিল। সেদিন তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পূর্ণ ভিন্ন পন্থায় অগ্রসর হয়েছে, যার মূল কাজ ছিল আওয়ামী লীগের বিরোধিতা করা। সে জায়গায় ঢাকার মেয়র হিসেবে আমার কি-ই বা করার ছিল? স্থূল কারচুপি ঠেকাতে পারি নাই। প্রতিপক্ষ নির্বাচনে জয় কেড়ে নিয়ে পরাজয়ের টিপ পরিয়েছে এ কথাও সত্য। তবে আমি মনে করি, ঢাকার তিনটি আসন থেকে নির্বাচন করলে আমি সফল হব।

২০০০ : আপনার নিজ নির্বাচনী এলাকা থেকে সরে এসে অপর তিনটি আসনে বিজয়ী হওয়া কি আদৌ সম্ভব?

হানিফ : আমার নিজ নির্বাচনী এলাকা ছেড়ে দিয়েছি এ কথা সত্য নয়। আর কোন তিনটি আসন নেব সে কথা এখনো বলি নাই। আমি প্রস্তাব দিয়েছি। সিদ্ধান্ত নেবেন শেখ হাসিনা।

২০০০ : শেখ হাসিনা যদি আপনাকে একটি আসনেও নির্বাচন করার সুযোগ না দেয়, সে ক্ষেত্রে আপনার চিন্তাধারা কী হবে?

হানিফ : বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক অস্থিমজ্জায় মিশে গিয়েছে। রক্তের শিরায় শিরায় এ সম্পর্ক। আমি ঢাকায় নির্বাচন করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছি। মাননীয় সভানেত্রী সে সুযোগ দেবেন না, এ আমি বিশ্বাস করি না।

২০০০ : শেখ হাসিনার সঙ্গে কি আপনার কোনো মান-অভিমান চলছে যা আপনাদের বিশ্বাসের ক্ষেত্রে চির ধরিয়েছে?

হানিফ : ২১ আগস্ট ভয়ঙ্কর গ্রেনেড হামলার মুখে নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে বুকের মধ্যে আগলে শেখ হাসিনাকে উদ্ধার করেছি। এর চেয়ে বড় ইমানী পরীক্ষা আর কী দেব?

'আমি ধর্মের মূল শিক্ষাটা পালন করতে চাই। আর তাতে যদি মৌলবাদী হয়ে যাই, তবে তাই ঠিক। ধর্ম ও রাজনীতি একই অর্থে আসে। কোরআন-সুন্নাহার আলোকে দেখতে হবে। ধর্ম ও রাজনীতি আলাদা কোনো বিষয় নয়, এ বোধটুকু বেশ কয়েক বছর ধরে আমার মধ্যে কাজ করছে। এতদিন বলিনি। এখনো সময় এসেছে, তাই বলছি'

রাজনীতিতে মান-অভিমান বা জয়-পরাজয় রয়েছে। আমার সঙ্গে জননেত্রী শেখ হাসিনার কোনো অভিমান নেই।

২০০০ : ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের কমিটির শতকরা ৯৮ দশমিক ৫ ভাগ বহাল রেখে দেড় ভাগ সভাপতি হিসেবে পরিবর্তন করেছেন। এই পরিবর্তন করার প্রয়োজন মনে করলেন কেন?

হানিফ : আমি যা করেছি তা অন্যায় করিনি। আমার সাধারণ সম্পাদকের প্রস্তাবিত নাম থেকে যতটুকু পরিবর্তন করা হয়েছে তা সংগঠনের মঙ্গলের জন্য করা হয়েছে।

২০০০ : ঢাকা মহানগরের ওপর সারা দেশের আন্দোলন নির্ভর করে। আন্দোলন বেগবান করার কোনো পরিকল্পনা আছে কি?

হানিফ : সরকার বিরোধী দলের মত প্রকাশ করার সুযোগ দিচ্ছে না। সংসদে বিরোধী দলের সভানেত্রীর মাইক কেড়ে নেয়। র‍্যাব, চিতা, কোবরা দিয়ে বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের হত্যা করে। এ অবস্থায় আমাদের কৌশলগতভাবেই এগোতে হচ্ছে। আগামী ঈদের পরে আন্দোলন তীব্র রূপ ধারণ করবে, যার স্রোতে সরকারের সব অন্যায়-অত্যাচার ভেসে যাবে ইনশাআল্লাহ।

২০০০ : সরকারের নানামুখী ব্যর্থতায় আওয়ামী লীগের কোনো কোনো নেতা মনে করেন আওয়ামী লীগ একটি ইতিবাচক অবস্থায় রয়েছে, যা আগামী নির্বাচনে সফলতা বয়ে আনতে সহায়ক হবে। আপনি কী মনে করেন?

হানিফ : আওয়ামী লীগ জনগণের দল। জনগণের মনের কথাই আওয়ামী লীগ বলে থাকে। সরকার প্রথম থেকেই আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন করে আসছে। আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের ওপর নির্যাতন করতে গিয়ে দেশের সাধারণ জনগণকে তাদের প্রতিপক্ষ বানিয়ে ফেলেছে। সরকার জনগণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। সরকার জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অর্থ বিরোধী দল জনগণের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। সে দিক বিবেচনা করলে আওয়ামী লীগ জনগণের দল হিসেবে একটি ইতিবাচক অবস্থানে রয়েছে- এ দাবি করতেই পারে।

২০০০ : আপনি দাবি করছেন, জনগণ আপনাদের সঙ্গে আছে। সে ক্ষেত্রে আগামী নির্বাচনে আপনারা বিজয়ী হতে পারবেন বলে মনে করেন?

হানিফ : আমরা জনগণের রাজনীতি করি। পেছনের দরজা দিয়ে ষড়যন্ত্রের রাজনীতি করি না। অতএব, জনগণের রায় নিয়েই আগামী নির্বাচনে বিজয়ী হব- এ বিশ্বাস আমার আছে।

২০০০ : আপনারা কীভাবে জনমত নিজেদের পক্ষে আনবেন? এ সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে কি?

হানিফ : সরকারের সীমাহীন দুর্নীতি, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, প্রশাসন দলীয়করণ, রাজনৈতিকভাবে পরিকল্পিত হত্যা, লুটপাট, বিরোধীদলকে মত প্রকাশে বিরোধিতা করার কারণে জনগণ তাদের থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে এসেছে। সরকার জনগণকেই প্রতিপক্ষ মনে করছে। জনগণের পিঠ কিন্তু দেয়ালে ঠেকে গেছে। এ অবস্থা থেকে তারা মুক্তি চায়। এ ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করেই এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা নির্যাতিত নিষ্পেষিত জনগণকে একত্রিত করে তাদের কথা যারা বলে তাদের সরকার গঠন করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। এতে জনগণ আমাদের ডাকে সাড়া দিচ্ছে।

২০০০ : আপনি বলছেন জনগণ আপনাদের ডাকে সাড়া দিচ্ছে। অথচ হরতাল ডাকলে জনগণ মাঠে নামে না...

হানিফ : আমরা হরতাল ডাকলে জনগণ মাঠে নামে না এ কথা সত্য নয়। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার তাদের পেটোয়া পুলিশ বাহিনী দিয়ে অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়ে কর্মীদের মাঠে নামতে দেয় না।

২০০০ : পুলিশ অতীতেও এ ভূমিকা পালন করেছে। তারপরেও কর্মীরা মাঠে নেমেছে। এখন কর্মসূচি ডেকে নেতারা মাঠে নামে না দেখে কর্মীরা মাঠে আসে না।

হানিফ : আপনার এ বক্তব্য সত্য নয়। যে কোনো কর্মসূচিতেই আওয়ামী লীগ নেতারা মাঠে থাকে। রাজপথের আন্দোলনে আওয়ামী লীগের নেতারা যত মাঠে থাকে, অন্য কোনো দল তা দাবি করতে পারবে না। তবে আমাদের দলেও কিছু সুবিধাবাদী ঢুকেছে, যারা মাঠে না নেমে বড় বড় কথা বলে। টিভি ক্যামেরার সামনে আন্দোলনের অভিনয় করে।

২০০০ : নির্বাচন হলে আপনারা বিজয়ী হবার কথা বলছেন। অপরদিকে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগ দাবি করেছেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংস্কারের কথা বলছেন। এগুলো না হলে নির্বাচন বর্জন করার কথাও বলছেন। আসলে আপনারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন, নাকি বর্জন করবেন?

হানিফ : সরকারের পাতানো নির্বাচনে আমরা অংশগ্রহণ করবো না। এ ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্যও সুনির্দিষ্ট। প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে পদত্যাগ করতে হবে। সে সরকারের দলীয় লোক। যে ব্যক্তি জাতির পিতার হত্যা মামলায় বিব্রত বোধ করে তাকে বিশ্বাস করার প্রশ্নই ওঠে না। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সংস্কার হওয়া দরকার। সবার মতামতের ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান নিয়োগ করতে হবে। পাশাপাশি, দলীয় রাষ্ট্রপতি যাতে নির্বাচনে কোনো প্রভাব বিস্তার না করতে পারে তার নিশ্চয়তা থাকতে হবে। যদি দাবিগুলো পূরণ না হয় তবে নির্বাচন হবে প্রহসনের নির্বাচন। এ প্রহসনের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার প্রশ্নই ওঠে না। সে ক্ষেত্রে নির্বাচন বর্জন করার বিকল্প কী আছে?

২০০০ : বাংলাদেশের প্রত্যেক জেলায় প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকায় আওয়ামী লীগের মধ্যে তীব্র গ্রুপিং বিদ্যমান। সে ক্ষেত্রে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে বিজয়ী হবেন কীভাবে?

হানিফ : আওয়ামী লীগ বড় দল। মতপার্থক্য থাকতেই পারে। দীর্ঘদিনের রাজনীতিতে বিভিন্ন জনের ভিন্ন ভিন্ন মতামত থাকতে পারে। তবে নির্বাচন এলে এ দ্বিধাদ্বন্দ্ব সবাই ভুলে যায়, গ্রুপিং বন্ধ করে একসঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে। আগামীতে এর ব্যতিক্রম হবে বলে মনে হয় না। নেতা-কর্মীরা গ্রুপিং বন্ধ করে একসঙ্গে কাজ করবে বলে আমি মনে করি।

‘২১ আগস্ট ভয়ঙ্কর গ্রেনেড হামলার মুখে নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে বুকের মধ্যে আগলে শেখ হাসিনাকে উদ্ধার করেছি। এর চেয়ে বড় ইমানী পরীক্ষা আর কী দেব? রাজনীতিতে মান-অভিমান বা জয়-পরাজয় রয়েছে। আমার সঙ্গে জননেত্রী শেখ হাসিনার কোনো অভিমান নেই’

২০০০ : সে ক্ষেত্রে আপনার প্রত্যাশার বাইরে কিছু ঘটলে আপনিও গ্রুপিং বন্ধ করে দলের স্বার্থে কাজ করবেন?

হানিফ : প্রথমত আমি কোনো গ্রুপিং করি না। আর দলীয় স্বার্থের বাইরে কাজ করার প্রশ্নই ওঠে না। তবে মনোনয়নটা মাঠের কর্মীদের চাওয়া-পাওয়ার আঙ্গিকে হতে হবে। কেন্দ্র থেকে চাপিয়ে দেয়া ঠিক হবে না।

২০০০ : আগামী নির্বাচনকে ঘিরে আপনারা ১৪ দলের সঙ্গে জোট করেছেন। এই জোটের শরিকদের কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?

হানিফ : ১৪ দলের নেতা-কর্মীরা রাজপথের আন্দোলনে আমাদের সঙ্গে রয়েছে। তাদের আন্দোলনে অবদান রয়েছে। আমি মনে করি, তাদের সঠিকভাবেই মূল্যায়ন করা হবে। দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে তাদের উপযুক্ত মূল্যায়ন হওয়া উচিত।

২০০০ : নির্বাচনী জোটে তাদের কতগুলো আসন ছেড়ে দিতে পারেন?

হানিফ : এ বিষয়ে আলোচনা চলছে। ইতিমধ্যে শরিক দলের যেসব নেতা নির্বাচনে মনোনয়ন চান, তাদের নির্বাচনী এলাকায় নিজের অবস্থান, দলের অবস্থান, ভোটারদের সঙ্গে সম্পর্ক, এলাকায়, যোগাযোগ বিভিন্ন বিষয় দেখা হচ্ছে। যাদের নির্বাচনী এলাকায় অবস্থা ভালো তাদের ব্যাপারে অচিরেই সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। তবে ১৪ দলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে সম্মিলিতভাবে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। এ ক্ষেত্রে আমার বক্তব্য পরিষ্কার, নির্বাচনী এলাকায় যাদের শক্ত মজবুত ভিত্তি নেই, তাদের মনোনয়ন দেয়া ঠিক হবে না।